14

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 1.2 SEP 1994 ..
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

মাস্টার্সে ভর্তিঃ সিদ্ধান্তহীনতার সমস্যা

মাস্টার্স প্রিলিমিনারী ক্লাসে ভর্তি গুরুতর এক সমস্যা হয়ে ওঠতে যাচ্ছে। এ বছর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোট ৫৬ হাজার ৬১৫ জন ছাত্র-ছাত্রী পাস করেছে। ডিগ্রী পাসের পর অনেকেই কর্মজীবনে প্রবেশ করে—একথা সত্য। তবে, গত বছর ৩টি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও দেশের ৩৪টি কলেজের মোট ১৫ হাজার ৩৭৮ জন ছাত্র-ছাত্রী মাস্টার্স প্রিলিমিনারী ক্লাসে ভর্তি হয়েছে। উল্লেখ্য, ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র ৪ হাজার ২৮০ জন ছাত্র-ছাত্রীর মাস্টার্স প্রিলিমিনারী ক্লাসে ভর্তির সুযোগ রয়েছে। যাহোক, বেশী না হলেও এবার গত বছরের সমপরিমাণ ছাত্র-ছাত্রী মাস্টার্স প্রিলিমিনারী ক্লাসে ভর্তি হতে চাইবে—এটা সহজেই অনুমিত হয়। এই হিসাব অনুযায়ী অন্ততঃ ২০ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মাস্টার্স ক্লাসে ভর্তির ব্যাপারে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। অবশ্য, সর্বশেষ খবর অনুযায়ী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, সেশন জট ও অতিরিক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের চাপে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নানা সমস্যায় জর্জরিত হলেও দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে কর্তৃপক্ষ মাস্টার্স প্রিলিমিনারী কোর্সটি চালু রাখবে। তবে, প্রতিটি বিভাগে সিট সংখ্যা কিছু কিছু কমানো হবে। তাছাড়া এ বছর প্রিলিমিনারী ক্লাসে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে আগামী বছর জানুয়ারী মাস থেকে। এ ব্যাপারে অন্য দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষীয় কোনো ভাষ্য জানা যায়নি। তবে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রের বরাত দিয়ে এক খবরে বলা হয়েছে যে, এ বিষয়ে আলোচনার জন্য মন্ত্রণালয় এ মাসেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে বৈঠকে বসবে। বলা হয়েছে, অন্ততঃ দুয়েক বছর যাতে প্রিলিমিনারী কোর্সটি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চালু রাখা যায়, সে চেষ্টাও করা হবে। অন্যদিকে, মাস্টার্স ক্লাসে ছাত্র ভর্তির জন্য কলেজগুলোর উন্নয়ন সংক্রান্ত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রস্তাবও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিবেচনায় রয়েছে। এ প্রস্তাবে রয়েছে, সারা দেশের ২৩টি গুচ্ছ কলেজ গঠন—যাতে ২৫টি বিষয় পড়ানো হবে। এসব কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন ও শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধিসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর কথাও রয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবে।

এসব তথ্যাদি থেকে যথেষ্ট স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এ বছর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী পাস করা ৪৬ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে যারা উচ্চ শিক্ষার জন্য মাস্টার্স ক্লাসে ভর্তি হতে ইচ্ছুক—তাদের মোটামুটি অনিশ্চিত পরিস্থিতির শিকার হতে হচ্ছে। আর এর কারণ, পূর্বাহ্নেই যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে শৈথিল্য বা উদাসীনতা। এখন যখন সমস্যা দরজায় করাঘাত করছে, তখনও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহ সিদ্ধান্তহীনতা কাটিয়ে ওঠতে পারছেন না। অথচ, হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর উচ্চ শিক্ষার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তাদের সিদ্ধান্তের ওপর। অথচ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যেসব সমস্যা বছরের পর বছর জাঁকিয়ে বসে আছে, প্রিলিমিনারীতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা, না করায় সেই সমস্যায় কোনো ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না। দ্বিতীয়তঃ 'যেসব বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে মাস্টার্স কোর্স রয়েছে—সেখানে দু'টি শিফ্‌ট চালু করা যেতে পারে। তৃতীয়তঃ সম্ভাব্য কলেজগুলোতে নতুন করে মাস্টার্স কোর্স চালু করা যেতে পারে। সমস্যা আছে এবং সমস্যা চিরদিনই থাকবে। কিন্তু, যথাসময়ে সেই সমস্যা সনাক্ত করে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে কোনো সমস্যাই সমাধানের উর্ধ্বে থাকতে পারে না। এ জন্যই ছাত্র ভর্তি সমস্যাসহ সকল বিষয়ে বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত ও সুষ্ঠু কর্ম পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।